প্রবীন কুমার সি.পি.

বনাম

কেরালা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও অন্যান্য

(দেওয়ানী আপিল নং ৪৮৪৬/২০২১)

আগস্ট ১৭, ২০২১

[এল. নাগেশ্বর রাও এবং অনিরুদ্ধ বোস, বিচারপতিদ্বয়]

চাকরি আইন - নিয়োগ - ডিগ্রির সমতুল্যতা - "মাঝপথে খেলার নিয়ম পরিবর্তন" - যখন প্রযোজ্য নহে - কেরালা রাজ্য ও অধীনস্থ পরিষেবা বিধি, ১৯৫৮ - ধারা ১০(ক)(ii), ১৩ - উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী পদে নিয়োগ - কেরালা পাবলিক সার্ভিস কমিশন (কেপিএসসি) কর্তৃক বিজ্ঞাপিত নিয়োগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বি.এড. ডিগ্রিকে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে নির্ধারণ - আপীলকারীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাহিরে অন্য বিষয়ে বি.এড. ডিগ্রি থাকা - আপত্তি উত্থাপন - পরবর্তীতে, কেরালার দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় আপীলকারীদের বি.এড. ডিগ্রিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমতুল্য হিসাবে প্রত্যয়িত করে - সরকার কর্তৃক জারীকৃত আদেশ (জিও) অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বি.এড. ডিগ্রিধারীদের প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমতুল্য হিসাবে গণ্যকরণ - জিও-র ভিত্তিতে, ট্রাইব্যুনাল আপীলকারীদের আবেদন মঞ্জুর করে এবং কেপিএসসিকে র‍্যাঙ্কড তালিকায় তাঁহাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেয় - হাইকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত আদেশ বাতিল - ধার্য: জিও-তে বি.এড. ডিগ্রির সমতুল্যতা সেই তারিখগুলি হইতে কার্যকর হইবে যেদিন জিও-গুলি জারি করা হইয়াছিল - বিষয়গুলির প্রকৃতি যতদূর সংশ্লিষ্ট, ততদূর বিদ্যমান অবস্থা জিও-গুলিতে শুধুমাত্র স্বীকৃত ছিল এবং আপীলকারীদের ডিগ্রির জন্য নতুন করিয়া কোন মূল্য সৃষ্টি করে নাই - জিও-গুলি সাধারণ প্রকৃতির আদেশ ছিল না বরং ব্যক্তি নির্দিষ্ট আদেশ ছিল এবং সারবস্তুতে দুইটি আপীলকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল - সেইজন্য জিও-গুলিকে ব্যাখ্যামূলক হিসাবে গণ্য করিতে হইবে - জিও-গুলি পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে যোগ্যতার মাপকাঠি পরিবর্তন করিবে না - আপীলকারীদের উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী পদের জন্য আবেদন করার সময় তাঁহাদের অর্জিত সমতুল্য যোগ্যতা ছিল - ট্রাইব্যুনালের আদেশ বাতিল - কেরালা শিক্ষা বিধি, ১৯৫৯ - অধ্যায় XXXI - বিধি ২(২)(ক) - পুনঃস্থাপিত।

চাকরি আইন - যোগ্যতার মাপকাঠিতে আপত্তি - উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী পদের জন্য বি.এড.-এ নির্দিষ্ট বিষয় প্রবর্তনের বৈধতাকে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে আপীলকারীদের কর্তৃক চ্যালেঞ্জ - ধার্য: উক্ত বিধিতে কেবলমাত্র বি.এড. ডিগ্রিকে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে - উপরন্তু, কেপিএসসি কর্তৃক জারীকৃত কোন নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি/আদেশ দাখিল করা হয় নাই যাহার অধীনে প্রশ্নোক্ত পদের জন্য বি.এড. ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধারণ করা বাধ্যতামূলক ছিল - তবে, আপীলকারীরা কোন আপত্তি উত্থাপন না করিয়া উক্ত নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করিয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত যোগ্যতার মাপকাঠিকে চ্যালেঞ্জ করিতে পারে না - কেরালা রাজ্য ও অধীনস্থ পরিষেবা বিধি, ১৯৫৮ - ধারা ১৩।

শব্দ ও বাক্যাংশ – 'সমতা' – অর্থ – আলোচনা করা হয়েছে।

আপিলকারীদের দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা উচ্চ বিদ্যালয় সহকারী পদের জন্য যোগ্যতারমানদণ্হিসেবে বি.এড.-তে নির্দিষ্ট বিষয় প্রবর্তনের প্রশ্ন - বিচার্য:

উক্ত ধারাটি বি.এড. ডিগ্রিকে যোগ্যতা হিসাবে সরলীকৃত বলে মনে করে

মানদণ্ড-তাছাড়া, কেপিএসসি কর্তৃক জারি করা কোনও নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি/আদেশরেকর্ডে আনা হয়নি যার অধীনবি.এড. ডিগ্রিধারী হওয়ার যোগ্যতার মানদণ্ডপ্রশ্নে থাকা পদগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে থাকতে হবযাইহোক, আপিলকারীরা কোনও আপত্তি উত্থাপন না করে উক্তনির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার পরে, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যোগ্যতার মানদণ্কেরালা রাজ্য ও অধস্তন পরিষেবা বিধি, ১৯৫৮ - ধারা ১৩-এ প্রশ্ন তুলতে পারবেন নাশব্দ ও বাক্যাংশ - 'সমতা' - অর্থ - আলোচনা করা

আপিল মঞ্জুর করিয়া, আদালত

স্থির করা হয়েছেঃ ১.১ কেরালা শিক্ষা বিধি, ১৯৫৯-এর **XXXI** অধ্যায়ের ২(২)(ক) ধারার সরল পাঠে ইহা স্পষ্ট যে বি.এড.-এ কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে যোগ্যতার মাপকাঠি করা হয় নাই। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক হওয়ার আবশ্যকতা থাকিলেও, উক্ত ধারা অনুসারে বি.এড. ডিগ্রিকে কেবলমাত্র যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা হয়। বর্তমান আপীলকারীদের ক্ষেত্রে, তাঁহাদের স্নাতক ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হওয়ায়, সেই বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করা হয় নাই। কেরালা রাজ্য ও অধীনস্থ পরিষেবা বিধি, ১৯৫৮-এর ১৩ ধারা কমিশনকে সেই সকল ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতা নির্ধারণের অনুমতি দেয় যেখানে রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকারের অনুমোদন সহ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে নিয়োগ করিতে হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অনুমোদন সহ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগ করিতে হয়। তবে, কেপিএসসি কর্তৃক জারীকৃত কোন নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ আদালতে দাখিল করা হয় নাই যাহার অধীনে উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী পদের জন্য বি.এড. ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধারণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু, আপীলকারীরা এই যুক্তির সাহায্য লইতে পারে না কারণ সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিগুলিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বি.এড.-এর উল্লেখ ছিল। আপীলকারীরা উক্ত নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোন আপত্তি উত্থাপন না করিয়া অংশগ্রহণ করায়, তাঁহাদের পক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত যোগ্যতার মাপকাঠিকে চ্যালেঞ্জ করা সঙ্গত হইবে না। সুতরাং, মামলাটি এই ভিত্তিতে অগ্রসর হইবে যে প্রশ্নোক্ত পদগুলির প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বি.এড. ডিগ্রিধারী হওয়া আবশ্যক ছিল। [অনুচ্ছেদ ১৬, ১৮][৯৫২-জি-এইচ; ৯৫৩-এ-বি; ৯৫৪-এ-সি]

১.২ ডিগ্রির সমতুল্যতা সংক্রান্ত আদেশ জারির জন্য রাজ্য সরকারের ক্ষমতা বিতর্কের ঊর্ধ্বে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ইহা ১৯৫৮ সালের বিধিমালার ধারা ১০**(**ক**)(**ii**)** হইতে উদ্‌ভূত। দুইটি সরকারি আদেশে **(**জিও**)** ইহা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে যে নিয়মিত অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত আপীলকারীদের বি.এড. ডিগ্রি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বি.এড. ডিগ্রির সমতুল্য। পি.কে.-এর ক্ষেত্রে, তাঁহার বি.এড. ডিগ্রি, যাহা মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়, কেরালার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ডিগ্রি হিসাবে স্বীকৃত, জৈবিক বিজ্ঞানে বি.এড. ডিগ্রির সমতুল্য হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছিল। এ.ডি.-এর ক্ষেত্রে, জিও-তে উল্লেখ করা হইয়াছে যে নিয়মিত পদ্ধতিতে অর্জিত ডাবল মেইন বি.এড. **(**জৈবিক বিজ্ঞান শিক্ষা এবং শারীরিক শিক্ষা**)** ডিগ্রি কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ডিগ্রির সমতুল্য বি.এড. ডিগ্রির সমতুল্য হিসাবে স্বীকৃত হইবে। দুইটি জিও-র সরল পাঠে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে তাঁহাদের ডিগ্রিগুলি যোগ্যতার মাপকাঠিতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতার সমতুল্য ছিল। "সমতুল্যতা" শব্দটি তাহার সরল অর্থে এমন কিছুকে বোঝায় যাহা সমান। শিক্ষাক্ষেত্রে, দুইটি বিষয়ে ডিগ্রির সমতুল্যতার নীতি প্রয়োগের অর্থ হইবে যে তাঁহারা হয় দুইটি বিষয়েই সমতুল্য একাডেমিক মান বা অবস্থান ধারণ করেন অথবা সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত আনুষ্ঠানিক নথিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে স্পষ্টভাবে বা ইঙ্গিতে অনুরূপভাবে গণ্য করার কথা বলা হইয়াছে। **[**অনুচ্ছেদ ২২, ২৫ এবং ২৬**]**৯৫৫-ডি-ই; ৯৫৭-ডি-এফ; ৯৫৮-বি-ডি**]**

জোনাল ম্যানেজার, জোনাল অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কোচি ও অন্যান্য বনাম আর্য কে. বাবু ও অন্যান্য। **(**২০১৯**)** ৮ এসসিসি ৫৮৭ **:** **[**২০১৯**]** ১১ এসসিআর ৬২৭ **-** স্বতন্ত্র।

এ. সুমা বনাম কেরালা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও অন্যান্য। **(**২০১১**)** ১ কেএলটি ১ **(**এফবি**);** বীনা আর. বনাম কেরালা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও অন্যান্য। **(**২০১৭**)** ১৫ এসসিসি ৩০৬ **:** **[**২০১৭**]** ৬ এসসিআর ৫১০ **-** অপ্রযোজ্য ধার্য।

টি. জয়াকুমার বনাম এ. গোপু **(**২০০৮**)** ৯ এসসিসি ৪০৩ **:** **[**২০০৮**]** ১৩ এসসিআর ৭৯১ **-** উল্লিখিত।

১.৩ কোন জিও-র পূর্বাহ্নবর্তী প্রভাব থাকিবে কিনা অথবা পূর্বের তারিখে প্রত্যাবর্তন করিবে কিনা তাহা একটি প্রশ্ন যাহা সংশ্লিষ্ট আদেশগুলির পাঠ এবং উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত লইতে হইবে। যে জিওগুলিতে আপীলকারীদের ডিগ্রিগুলিকে সমতুল্য হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে সেগুলি সাধারণ আদেশ ছিল না বরং এই দুইটি আদেশ ব্যক্তি নির্দিষ্ট ছিল, যাহা দুইজন আপীলকারীর সহিত সম্পর্কিত ছিল।

একবার যখন জিও-গুলিতে বিশেষভাবে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে তাঁহাদের বি.এড. ডিগ্রি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট বিষয়ের সমতুল্য, তখন জিও-গুলি সারবস্তুতে ব্যাখ্যামূলক হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইগুলিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হইবে যেন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারির পূর্বে ডিগ্রি অর্জনের পরেই তাঁহারা সেই পদমর্যাদা বা অবস্থান অর্জন করিয়াছিলেন। জিও-গুলিতে বিষয়গুলির প্রকৃতি যতদূর সংশ্লিষ্ট, ততদূর বিদ্যমান অবস্থা শুধুমাত্র স্বীকৃত ছিল এবং আপীলকারীদের ডিগ্রির জন্য নতুন করিয়া কোন মূল্য সৃষ্টি করে নাই। সেইজন্য এই সমতুল্যতার আদেশগুলি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখে বিদ্যমান ছিল না, জিও-গুলি ডিগ্রির অর্জনের তারিখ হইতে মর্যাদা স্বীকার করে। জিও-গুলি এমন কোন মধ্যবর্তী পরিস্থিতি প্রকাশ করে না যাহার ফলে তাঁহাদের বি.এড. ডিগ্রি অর্জনের কারণে সংশ্লিষ্ট ডিগ্রিগুলি সমতুল্য মর্যাদা লাভ করিয়াছে। সমতুল্যতার আদেশের সংখ্যা ও তারিখ প্রকাশের জন্য ৭ ধারার প্রকরণগুলি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ছিল। কিন্তু জিও-গুলিতে ডিগ্রি অর্জনের তারিখ হইতে সমতুল্যতা কার্যকর করার কথা বলা হইয়াছে। যদি কোন ত্রুটি থাকে, অর্থাৎ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা, তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জারীকৃত আদেশগুলি অনুসরণ করিয়া জিও-গুলি সেই ত্রুটি নিরাময় করিবে। ২০১৯ সালে জিও-গুলিতে জারীকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে আপীলকারীদের ডিগ্রিগুলিকে প্রয়োজনীয় ডিগ্রির সমতুল্য হিসাবে গণ্য করা খেলার মাঝপথে নিয়ম পরিবর্তন করার শামিল হইবে না। আপীলকারীদের বি.এড. ডিগ্রি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং সমতুল্যতার আদেশ অনুসারে প্রয়োজনীয় ডিগ্রির সমতুল্য ছিল এবং সেইজন্য এইগুলি কেবলমাত্র ব্যাখ্যামূলক ছিল। সুতরাং, ৭ ধারার প্রকরণ **(v)** এবং **(vi)** এর কোন মৌলিক লঙ্ঘন হয় নাই। আপীলকারীরা যখন পদের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের সমতুল্য যোগ্যতা ছিল। সেইজন্য আপিলের অধীনে থাকা রায় এবং আদেশ বাতিল করা হইল এবং ট্রাইব্যুনালের আদেশ পুনর্বহাল করা হইল। [অনুচ্ছেদ ২৭-২৯][৯৫৯-ই-এইচ; ৯৫৯-এ-বি, এফ; ৯৬০-এ]

পি. মহেন্দ্রন বনাম কর্ণাটক রাজ্য **(১৯৯০)** ১ এসসিসি ৪১১ : [১৯৮৯] ২ সাপ্লিমেন্টারি এসসিআর ৩৮৫; প্রফুল্ল কুমার সোয়াইন বনাম প্রকাশ চন্দ্র মিশ্র ও অন্যান্য। ১৯৯৩ সাপ্লিমেন্টারি **(৩)** এসসিসি ১৮১ : [১৯৯৩] ১ এসসিআর ২৪১; সেক্রেটারি, এ.পি. পাবলিক সার্ভিস কমিশন বনাম বি. স্বপ্না ও অন্যান্য। **(২০০৫)** ৪ এসসিসি ১৫৪ : [২০০৫] ২ এসসিআর ৯৯১; প্রকাশ চাঁদ মীনা ও অন্যান্য বনাম রাজস্থান রাজ্য ও অন্যান্য। **(২০১৫)** ৮ এসসিসি ৪৮৪ : [২০১৫] ৩ এসসিআর ৭২৯ - উল্লিখিত।

প্রবীন কুমার সি.পি. বনাম কেরালা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৯৪৩

ও অন্যান্য

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৮৯] ২ সম্পূরক. এসসিআর ৩৮৫	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদে ১৫
[১৯৯৩] ১ এসসিআর ২৪১	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদে ১৫
[২০০৫] ২ এসসিআর ৯৯১	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদে| ১৫
[২০১৫] ৩ এসসিআর ৭২৯	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদে ১৫
[২০১৯] ১১ এসসিআর ৬২৭	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদে ১৫
[২০০৮] ১৩ এসসিআর ৭৯১	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদে ২১
[২০১৭] ৬ এসসিআর ৫১০	অপ্রযোজ্য	অনুচ্ছেদে ২৫

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার **:** দেওয়ানী আপিল নং ৪৮৪৬/২০২১

কেরালার এর্নাকুলামের হাইকোর্টের ১৮.১২.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ হইতে, যাহা ওপি(ক্যাট) নং ৫১৮/২০১৯ এ প্রদত্ত।

সঙ্গে

দেওয়ানী আপিল নং ৪৮৪৭/২০২১

সরথ এস জনার্দনন, শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া পি গোবিন্দ, আবিদ আলী বেরান পি, আপীলকারীর পক্ষে আইনজীবী।

বিপিন নায়ার, পি. বি. সুরেশ, কার্তিক জয়শঙ্কর, অরিন্দম ঘোষ, অংশুমান বাহাদুর, সোনাল সি. নাম্বিয়ার, সি. কে. সসি, প্রতিপক্ষের পক্ষে আইনজীবী।

অনিরুদ্ধ বোস, বিচারক কর্তৃক রায় প্রদান করা হয়।

১. উভয় পিটিশনে অনুমতি প্রদান করা হইল।

২. এই কার্যধারায় জড়িত বিতর্কটি কেরালার রাজ্য উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী পদে নিয়োগের জন্য আপীলকারীদের যোগ্যতার মাপকাঠি ধারণ করা সম্পর্কিত। প্রধান বিতর্কটি এই বিষয়ে যে আপীলকারীদের বি.এড. ডিগ্রিগুলি যোগ্যতার মাপকাঠি পূরণকারী বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা। আপিলগুলিতে জড়িত এটিই সাধারণ প্রশ্ন এবং আমরা এই রায়ে একটি সম্মিলিত পদ্ধতিতে এই বিতর্কের সমাধান করিব।

উভয় আপিলকারীর দাবির বাস্তব ভিত্তিতে কিছু ভিন্নতা রয়েছে এবং আমরা প্রথমে প্রতিটি আপিলকারীর জন্য আলাদাভাবে সেই দিকটি উল্লেখ করব।

৩. বিশেষ ছুটি পিটিশন (সিভিল) নং ৪৬০৪/২০২০ হইতে উদ্ভূত আপিলে, আপীলকারী হইলেন প্রবীন কুমার সি.পি. আমরা তাঁহাকে অতঃপর পি.কে. হিসাবে উল্লেখ করিব। ৩১শে ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে কেরালা পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপিত নিয়োগের মাধ্যমে পদটির জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছিল। পি.কে. রাজ্যের চৌদ্দটি জেলার মালায়ালাম মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উক্ত পদের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ৭ ধারায় পি.কে. কর্তৃক আবেদনকৃত পদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করা হইয়াছিল। উক্ত ধারাটি এইরূপ:

"৭. যোগ্যতা:-

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি এবং কেরালায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত বা প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বি.এড./বি.টি. ডিগ্রি (সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নীচের প্রকরণ **(ii)**-তে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে)।

দ্রষ্টব্য:- **(i)** জাতীয় গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত গ্রামীণ পরিষেবা ডিপ্লোমাকে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ডিগ্রির সমতুল্য হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(ii) আবেদনকারীদের উদ্ভিদবিদ্যা বা প্রাণিবিদ্যা অথবা গৃহ বিজ্ঞান অথবা মাইক্রোবায়োলজিকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে প্রধান বিষয় হিসাবে থাকিতে হইবে।

(iii) যদি লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মালায়ালাম ভাষায় হয়, তবে প্রার্থীদের মালায়ালাম ভাষায় উত্তর দিতে হইবে।

(iv) ডিগ্রি এবং বি.এড. ডিগ্রির বিষয়গুলি আবেদনপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(v) যে সকল প্রার্থী কেরালা রাজ্যের বাহিরের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এড./বি.টি. ডিগ্রি অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারা আবেদনপত্রে প্রাসঙ্গিক আদেশগুলির সংখ্যা ও তারিখ উল্লেখ করিবেন। এই নির্বাচনের জন্য বিবেচিত হইবার পূর্বে এই জাতীয় আদেশের প্রতিলিপি কমিশন কর্তৃক চাহিলে দাখিল করিতে হইবে।"

৪. পি.কে. মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জৈবিক বিজ্ঞানে বি.এড. ডিগ্রি অর্জন করিয়াছিলেন, যে পাঠ্যক্রম তিনি রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ মোরাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল এডুকেশন, যাদবগিরি, মহীশূরে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

প্রবীন কুমার সি.পি. বনাম কেরালা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৯৪৫
ও অন্যান্য [অনিরুদ্ধ বোস, বিচারপতি]

যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.কে. বি.এড. ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়টি ক্যালিকট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত ছিল, যেমনটি আপিলের বিশেষ অনুমতির আবেদনের পরিশিষ্ট প-১০ থেকে স্পষ্ট। এই শংসাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে:-

"কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়"

ক্রমিক নং: ২৪৬১৯ কালিকট বিশ্ববিদ্যালয় পি.ও. ৬৭৩৬৩৫

নথি নং: ইকিউ/৩০১২৩/২০১৮ তারিখ: ০৫ জুলাই ২০১৮প্রত্যয়নপত্র

এতদ্বারা প্রত্যয়িত করা যাইতেছে যে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিয়মিত অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত বি.এড. (জৈবিক বিজ্ঞান) ডিগ্রি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এড. প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ডিগ্রির সমতুল্য হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

স্বাক্ষরিত/-

নিবন্ধকের জন্য

প্রেরিত:

শ্রী:- প্রবীন কুমার সি.পি.

দ্রষ্টব্য: এটি একটি সাধারণ প্রত্যয়নপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মূল প্রত্যয়নপত্র এই কার্যালয় কর্তৃক ইস্যু করার সময় যাচাই করা হয় নাই। ভর্তির কর্তৃপক্ষের দ্বারা যোগ্যতা এবং অধ্যয়নের পদ্ধতি যাচাই করা হইবে।

৫. পি.কে.-এর বি.এড. ডিগ্রির প্রত্যয়নপত্রে তাঁহার পাঠ্যক্রমের অংশ ছিল এমন নির্দিষ্ট বিষয়গুলির উল্লেখ ছিল না, তবে "স্টাডি সার্টিফিকেট" শিরোনামযুক্ত ১২ই ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের একটি নথিতে, যে প্রতিষ্ঠান হইতে তিনি বি.এড. কোর্স সম্পন্ন করিয়াছিলেন সেই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যু করা, ইহা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে যে তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বি.এড. ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বি.এড.-এ তাঁহার বিষয়গুলি ছিল বিষয়-ভিত্তিক পদ্ধতি ১-জীববিজ্ঞান এবং বিষয়-ভিত্তিক পদ্ধতি ২-রসায়ন (জৈবিক বিজ্ঞান)। কেরালার হাইকোর্টে বিরোধ বিচারাধীন থাকার সময় এই প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করা হইয়াছিল।

৬. বিশেষ ছুটি পিটিশন (সিভিল) নং ৩৯২৭/২০২১ হইতে উদ্ভূত আপিলে, আবেদনকারী একজন মহিলা, পি. অনিতা দেবী। আমরা তাঁহাকে অতঃপর এ.ডি. হিসাবে উল্লেখ করিব। তাঁহার ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়া ১৫ই মার্চ ২০১৪ তারিখে কেপিএসসি কর্তৃক বিজ্ঞাপিত অনুরূপ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শুরু হইয়াছিল। বিষয়-পদ একই ছিল, অর্থাৎ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান) কিন্তু যে বিদ্যালয়গুলির জন্য এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হইয়াছিল সেইগুলির শ্রেণী ছিল পালক্কাড় এবং ইডুক্কি জেলার তামিল মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থীদের যোগ্যতার মানদণ্ড সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ধারাটিও ধারা ৭ ছিল এবং এর শর্তাবলী ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে থাকা শর্তাবলীর সাথে মোটামুটি মিল ছিল। ১৫ই মার্চ, ২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ধারাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে: -

"৭. যোগ্যতা:-

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং কেরালায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত বা প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বি.এড./বি.টি. ডিগ্রি (সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নীচের প্রকরণ **(ii)**-তে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে)।

দ্রষ্টব্য:- **(i)** জাতীয় গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত গ্রামীণ পরিষেবা ডিপ্লোমাকে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ডিগ্রির সমতুল্য হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(ii) আবেদনকারীদের উদ্ভিদবিদ্যা বা প্রাণিবিদ্যা অথবা গৃহ বিজ্ঞান অথবা মাইক্রোবায়োলজিকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে প্রধান বিষয় হিসাবে থাকিতে হইবে।

(iii) স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরা এইচএসএ পদের জন্য আবেদন করিতে যোগ্য নহেন।

(iv) এই পদের জন্য আবেদনকারী প্রার্থীদের তামিল ভাষায় পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকিতে হইবে। যদি লিখিত পরীক্ষা/ওএমআর পরীক্ষা তামিল ভাষায় হয়, তবে প্রার্থীদের তামিল ভাষায় উত্তর দিতে হইবে।

(v) ডিগ্রি এবং বি.এড. ডিগ্রি যে বিষয়ে অর্জিত হইয়াছে তাহা আবেদনপত্রে বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করিতে হইবে।

(vi) যে সকল প্রার্থী কেরালা রাজ্যের বাহিরের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এড./বি.টি. ডিগ্রি অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারা আবেদনপত্রে প্রাসঙ্গিক আদেশগুলির সংখ্যা ও তারিখ উল্লেখ করিবেন যেগুলি উক্ত ডিগ্রিকে এই নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত ডিগ্রির সমতুল্য ঘোষণা করে। এই জাতীয় আদেশের প্রতিলিপি কমিশন কর্তৃক চাহিলে দাখিল করিতে হইবে।"

৭. এ.ডি. তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরের ভারতীয়ার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জৈবিক বিজ্ঞান ও ভৌতবিজ্ঞানে বি.এড. ডিগ্রি অর্জন করিয়াছিলেন। উক্ত ডিগ্রিটি কেরালা রাজ্যের কালিকট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃকও স্বীকৃত হইয়াছিল এবং সেই মর্মে ৩১শে অক্টোবর ২০১৭ তারিখে একটি প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করা হইয়াছিল। তাঁহার পিটিশনের সংযুক্তি পি-৪ হইতে ইহা স্পষ্ট হইবে। উক্ত প্রত্যয়নপত্রটি এইরূপ পাঠ করে:-

প্রবীন কুমার সি.পি. বনাম কেরালা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৯৪৭
ও অন্যান্য [অনিরুদ্ধ বোস, বিচারপতি]

"কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়"

ক্রমিক নং: ২০৪১৪ কালিকট বিশ্ববিদ্যালয় পি.ও.-৬৭৩৬৩৫

নথি নং: ইকিউ/২৬৪৯৭/২০১৭ তারিখ: ৩১শে অক্টোবর ২০১৭

প্রত্যয়নপত্র

এতদ্বারা প্রত্যয়িত করা যাইতেছে যে ভারতীয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, কোয়েম্বাটোর হইতে নিয়মিত অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত বি.এড. ডিগ্রি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এড. ডিগ্রির সমতুল্য হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

(কার্যালয়ের মোহর)

স্বাক্ষরিত/-

নিবন্ধকের জন্য

প্রেরিত:

শ্রীমতি অনিতা দেবী পিদ্রষ্টব্য: এটি একটি সাধারণ প্রত্যয়নপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মূল প্রত্যয়নপত্র এই কার্যালয় কর্তৃক ইস্যু করার সময় যাচাই করা হয় নাই। ভর্তির কর্তৃপক্ষের দ্বারা যোগ্যতা এবং অধ্যয়নের পদ্ধতি যাচাই করা হইবে।

৮. তাঁহারা উভয়েই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং "প্রধান তালিকা"-তে তাঁহাদের নাম ছিল, যাহা সারবস্তুতে তাঁহাদের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার প্রমাণ দেয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে তাঁহাদের বি.এড. ডিগ্রিগুলি "সংশ্লিষ্ট বিষয়"-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা, যাহা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ৭ ধারার প্রকরণ **(ii)**-তে সংশ্লিষ্ট বিষয় কী হইবে তাহা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের কাহারও উক্ত ধারায় নির্দিষ্ট বিষয়ে বি.এড. ডিগ্রি ছিল না।

৯. যেহেতু কোন আপীলকারীরই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বি.এড. ডিগ্রি ছিল না, সেই কারণে পি.কে.-এর ক্ষেত্রে নথি যাচাইয়ের সময়, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে, "সংশ্লিষ্ট বিষয়"-এ বি.এড. না থাকার জন্য আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছিল। তাঁহাকে তাঁহার যোগ্যতা সংক্রান্ত সরকারি আদেশ দাখিল করার জন্য সময় দেওয়া হইয়াছিল। এ.ডি.-র ক্ষেত্রেও অনুরূপ আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছিল। পি.কে. সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক দাখিল করা হইয়াছিল। এ.ডি.-র ক্ষেত্রে, তিনি অন্যান্য কিছু প্রার্থীর সহিত কেরালা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে একটি আবেদন (ও.এ. (ইকেএম) নং ৩৪৬/২০১৮) দাখিল করিয়া, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, দাবি করিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা রহিয়াছে।

অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জারি করা হইয়াছিল, যেখানে তাঁহাকে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল; তবে তাঁহার পিটিশনের চূড়ান্ত ফলাফলের উপর নির্ভরশীল ছিল। পি.কে. ট্রাইব্যুনালে একটি আবেদন (ও.এ. (ইকেএম) নং ২৫৭/২০১৮) দাখিল করিয়াছিলেন এবং ৩০শে জানুয়ারী ২০১৮ তারিখে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক একটি আদেশ জারি করা হইয়াছিল, যেখানে তাঁহাকে তাঁহার মামলায় পরবর্তী আদেশের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। এই আদেশগুলির ভিত্তিতে, তাঁহারা সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন; তবে উভয় আপীলকারীর র‍্যাঙ্ক তালিকা স্থগিত রাখা হইয়াছিল। পি.কে. ট্রাইব্যুনালে একটি মূল আবেদন (ও.এ. নং ১৫২৫/২০১৯) দাখিল করিয়া কর্তৃপক্ষের বি.এড. ডিগ্রি গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছিলেন, যেটিকে তিনি "দ্বৈত বিকল্প" হিসাবে অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মামলাগুলি ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন থাকাকালীন, উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কেরালা সরকার দুইটি সরকারি আদেশ (জিও) জারি করিয়াছিল, যাহা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রিগুলির সমতুল্যতা সংক্রান্ত আপীলকারীদের দাবিকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করিয়াছিল। পি.কে.-এর ক্ষেত্রে, ৭ই মার্চ ২০১৯ তারিখের সরকারি আদেশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হইয়াছিল:-

"উচ্চ শিক্ষা (বি) বিভাগ"

জি.ও. (...) নং ৫৪/২০১৯/এইচ এডন.

তিরুবনন্তপুরম

রেফারেন্স:- ১. শ্রী প্রবীন কুমার সিপি কর্তৃক ০৬.০৮.২০১৮ তারিখে প্রেরিত অনুরোধ।

২. ২৪.০৯.২০১৮ তারিখের এসিডি/০৩/রেগ-১১৪৩/রেসি/১৮ নং পত্র, মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়।

আদেশ

প্রবীনকুমার সিপি, যাঁহার নাম কেরালা পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল, তিনি একটি সরকারি আদেশ জারির অনুরোধ করিয়াছিলেন যাহাতে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্জিত জৈবিক বিজ্ঞানের বি.এড. ডিগ্রিকে মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বি.এড. ডিগ্রির সমতুল্য ঘোষণা করা হয়, যাহা ১ নং রেফারেন্সে উল্লিখিত।

সরকার ২ নং রেফারেন্সে উল্লিখিত মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধকের প্রতিবেদনের উপর বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করিয়াছেন, যেখানে নিয়মিত অধ্যয়নের মাধ্যমে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্জিত বি.এড. ডিগ্রিকে মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বি.এড. ডিগ্রির সমতুল্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রবীন কুমার সি.পি. বনাম কেরালা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৯৪৯

ও অন্যান্য [অনিরুদ্ধ বোস, বিচারপতি]

অতএব, এতদ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্জিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বি.এড. ডিগ্রির সমতুল্য হইবে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিয়মিত অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত জৈবিক বিজ্ঞানের বি.এড. ডিগ্রি।

(রাজ্যপালের আদেশক্রমে)

স্বাক্ষরিত/-

স্বপ্না পি.

সচিবের অধীনস্থ

সচিব, কেরালা পাবলিক সার্ভিস কমিশন, তিরুবনন্তপুরম

নিবন্ধক- কেরালা/এম.জি./কান্নুর/কালিকট বিশ্ববিদ্যালয় শ্রী. প্রবীন কুমার সিপি, চেরিয়াপুথুকুলঙ্গরা হাউস, ইরিংগাথ পিও, কোঝিকোড-৬৭৩৫২৩, অফিস কপি **www.highereducation.kerala.gov.in**

আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-

শাখা আধিকারিক"

১০. এ.ডি.-র ক্ষেত্রে, ২৩শে জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুরূপ একটি আদেশ জারি করা হইয়াছিল। এই সরকারি আদেশ শ্রীমতি ম্যাফেরীথ নামক অন্য একজন প্রার্থীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। উক্ত সরকারি আদেশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হইয়াছিল:-

"উচ্চ শিক্ষা (বি) বিভাগ"

জি.ও.(...) নং ২৫৪/২০১৯/এইচ.এডন. তারিখ: তিরুবনন্তপুরম, ২৩/০৭/২০১৯

রেফারেন্স: ১. শ্রীমতি ম্যাফেরীথ, অনিতা দেবী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন

২. ২৮.০৬.২০১৯ তারিখের ১০৩৫৪২/ইকিউ&এমজি এসও/২০১৯/এডমিন নং পত্র, কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়।

আদেশ

শ্রীমতি ম্যাফেরীথ, শ্রীমতি অনিতা দেবী, যাঁহারা কেরালা পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা ১ নং রেফারেন্সে উল্লিখিত আবেদন অনুসারে ভারতীয়ার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিয়মিত পদ্ধতিতে অর্জিত ডাবল মেইন বি.এড. (জৈবিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও ভৌত বিজ্ঞান শিক্ষা), ডাবল মেইন বি.এড. (জৈবিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষা) ডিগ্রিকে কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ডিগ্রির বি.এড. ডিগ্রির সমতুল্য হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নং রেফারেন্স অনুসারে অবগত করা হইয়াছে যে ভারতীয়ার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিয়মিত পদ্ধতিতে অর্জিত ডাবল মেইন বি.এড. (জৈবিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও ভৌত বিজ্ঞান শিক্ষা), ডাবল মেইন বি.এড. (জৈবিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষা) ডিগ্রিগুলিকে কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ডিগ্রির বি.এড. ডিগ্রির সমতুল্য হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়াছে।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে, এতদ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে ভারতীয়ার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিয়মিত পদ্ধতিতে অর্জিত ডাবল মেইন বি.এড. (জৈবিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও ভৌত বিজ্ঞান শিক্ষা), ডাবল মেইন বি.এড. (জৈবিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষা) ডিগ্রিগুলিকে কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ডিগ্রির বি.এড. ডিগ্রির সমতুল্য হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হইল।

(রাজ্যপালের আদেশক্রমে)

স্বাক্ষরিত/-

স্বপ্না পি.

সচিবের অধীনস্থ

১১. এই জিওগুলির ভিত্তিতে, ট্রাইব্যুনাল উভয় আবেদন মঞ্জুর করে এবং কেপিএসসিকে র ্যাঙ্ক তালিকায় আপীলকারীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেয়। পি.কে.-এর ক্ষেত্রে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ২০শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে আদেশ জারি করা হইয়াছিল, যেখানে এ.ডি.-র আবেদনে ২রা সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে রায় প্রদান করা হইয়াছিল।

১২. কেপিএসসি হাইকোর্টের সম্মুখে ট্রাইব্যুনালের আদেশগুলির বিরোধিতা করিয়াছিল। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি ছিল যে সমতুল্যতার আদেশগুলি ইস্যু করার তারিখ হইতে কার্যকর হইবে এবং জিওগুলির পূর্বাহ্নবর্তী প্রভাব থাকিবে না। এই যুক্তির সমর্থন হাইকোর্ট কর্তৃক ওপি (ক্যাট) নং ৫১৮/২০১৯ মামলায় প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন রায়ে পাওয়া গিয়াছিল:-

"পিএসসির পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ স্থায়ী আইনজীবী আরও যুক্তি দেন যে সমতুল্যতা বিজ্ঞপ্তি জারির পরে প্রকাশিত হয় এবং কেবলমাত্র ভবিষ্যতের নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। এই আদালতের দুইটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হইয়াছে, যথা ললিতা বাই বনাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন [১৯৯৯ (২) কেএলটি ৮৯৪] এবং রাজশ্রী বনাম কেরালা রাজ্য [২০০৯ (১) কেএলটি ২৫৯]। আমরা যুক্তির সহিত একমত, বিশেষত জোনাল ম্যানেজার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য বনাম আর্য কে. বাবু ও অন্য [২০১৯ (৮) এসসিসি ৫৮৭] মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর আলোকপাত করিয়া।"

সেখানে প্রার্থী বিজ্ঞপ্তিতে যোগ্যতা উল্লেখ না করা সত্ত্বেও, সমতুল্যতার ভিত্তিতে, আদালত তাঁহাকে পদে বহাল থাকার অনুমতি দিয়াছিল। মাননীয় হাইকোর্ট সমতুল্যতা প্রদানের প্রথাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং স্পষ্টভাবে রায় দিয়াছিলেন যে বিজ্ঞপ্তিতে সমতুল্যতা নির্দিষ্ট করিতে হইবে। কারণ হিসাবে বলা হইয়াছিল যে একই যোগ্যতা সম্পন্ন আরও অনেক প্রার্থী থাকিতে পারে, যাঁহারা এই বিশ্বাসে আবেদন করেন নাই যে উক্ত যোগ্যতা বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট করা হয় নাই।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, আমরা ট্রাইব্যুনাল এবং ট্রাইব্যুনালের আদেশ বাতিলকারী মূল পিটিশনের সহিত একমত নহি। পক্ষগণ নিজ নিজ ব্যয় বহন করিবে।"

(যথা উদ্‌ধৃত**)**

১৩. কেপিএসসি কর্তৃক হাইকোর্টে দাখিলকৃত পিটিশন, যাহা ওপি **(**ক্যাট**)** নং ৪৬৫**/**২০১৯ হিসাবে নথিভুক্ত, অনুরূপ ভিত্তিতে বহাল ছিল এবং ট্রাইব্যুনালের আদেশ বাতিল করা হইয়াছিল। পি.কে.-এর ক্ষেত্রে, ১৮ই ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে কেপিএসসির পিটিশনের উপর রায় প্রদান করা হইয়াছিল, যেখানে এ.ডি.-র ক্ষেত্রে ১২ই মার্চ ২০২০ তারিখে রায় প্রদান করা হইয়াছিল।

১৪. হাইকোর্টের উভয় রায়ের মূল যুক্তি ছিল যে আপীলকারীরা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া সমাপ্তির পরবর্তীকালে জারীকৃত জিওগুলির উপর নির্ভর করিতে পারে না। হাইকোর্টের অভিমত ছিল যে পূর্বাহ্নবর্তী প্রভাব সহ সরকারি আদেশ গ্রহণ করা "মাঝপথে খেলার নিয়ম পরিবর্তন"-এর শামিল, যাহা অগ্রহণযোগ্য। আপীলকারীরা এই রায়গুলির বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি হইল যে জিওগুলি কেবলমাত্র তাঁহাদের নিজ নিজ বি.এড. বিষয়গুলির বিদ্যমান যোগ্যতা এবং সমতুল্যতার মর্যাদা স্বীকার করে এবং সংশ্লিষ্ট জিওগুলি যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। আপীলকারীদের পক্ষে আরও যুক্তি দেওয়া হইয়াছে যে জিওগুলি তাঁহাদের বিদ্যমান ডিগ্রিগুলিকে নির্দিষ্ট ডিগ্রির সমতুল্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ায়, সেই ভিত্তিতে তাঁহাদের প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত নহে যে জিওগুলির পূর্বাহ্নবর্তী কার্যকারিতা নাই।

১৫. প্রতিপক্ষগণের পক্ষে, হাইকোর্টের দুইটি রায়ের সমর্থনে, আমাদের সম্মুখে যে কর্তৃপক্ষগুলির উপর নির্ভর করা হইয়াছে সেগুলি হইল **(i)** পি. মহেন্দ্রন বনাম কর্ণাটক রাজ্য **[(**১৯৯০**)** ১ এসসিসি ৪১১**]**, **(ii)** প্রফুল্ল কুমার সোয়াইন বনাম প্রকাশ চন্দ্র মিশ্র ও অন্যান্য। **[**১৯৯৩ সাপ্লিমেন্টারি **(**৩**)** এসসিসি ১৮১**]**, **(iii)** সেক্রেটারি, এ.পি. পাবলিক সার্ভিস কমিশন বনাম বি. স্বপ্না ও অন্যান্য। **[(**২০০৫**)** ৪ এসসিসি ১৫৪**]**, **(iv)** প্রকাশ চাঁদ মীনা ও অন্যান্য বনাম রাজস্থান রাজ্য ও অন্যান্য। **[(**২০১৫**)** ৮ এসসিসি ৪৮৪**]** এবং **(v)** জোনাল ম্যানেজার, জোনাল অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কোচি ও অন্যান্য বনাম আর্য কে. বাবু ও অন্য। **[(**২০১৯**)** ৮ এসসিসি ৫৮৭**]**।

এই সিদ্ধান্তগুলি মূলত এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ যে, কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখে প্রচলিত নিয়মগুলি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বলবৎ থাকা উচিত এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাঝামাঝি সময়ে আসা নতুন নিয়ম বা সংশোধনীগুলি সেই প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করা যাবে না। এই ধরনের নতুন নিয়মগুলি সম্ভাব্যভাবে কার্যকর হবে। কেরালা হাইকোর্টের কিছু রায়ও কেপিএসসি দ্বারা একই আইনের প্রস্তাবের উপর নির্ভর করা হয়েছে। তবে আমরা একই বিষয়ে এই রায়ে কর্তৃপক্ষকে বহুগুণে বিভক্ত করার প্রয়োজন মনে করি না।

১৬. আমাদের সম্মুখে, আপীলকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক প্রশ্নোক্ত পদগুলির জন্য বি.এড.-এ নির্দিষ্ট বিষয় প্রবর্তনের বৈধতা সম্পর্কেও যুক্তি পেশ করা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমাদের মনোযোগ কেরালা শিক্ষা বিধি, ১৯৫৯-এর **XXXI** অধ্যায়ের ২(২)(ক) ধারার দিকে আকৃষ্ট করা হইয়াছে। উক্ত ধারায় বলা হইয়াছে যে "কেরালার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত বা স্বীকৃত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি এবং বি.এড./বি.টি./এল.টি. ডিগ্রি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী পদের জন্য যোগ্যতা হইবে।" আপীলকারীদের মতে, উক্ত বিধির অধীনে কোন প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বি.এড. ডিগ্রি থাকার আবশ্যকতা সংক্রান্ত কোন বিধান নাই। উক্ত অধ্যায়ের শিরোনামে "বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতা" উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের লিখিত জমা দানে, রাজ্য সরকার আপীলকারীদের ক্ষেত্রেও একই বিধি প্রযোজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। রাজ্য চায় যে আমরা উক্ত বিধির একটি বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করি, যাহাতে বিষয়-ভিত্তিক পদগুলির ক্ষেত্রেও একই বিধি প্রযোজ্য হয় এবং "সংশ্লিষ্ট বিষয়" কথাগুলি বি.এড. ডিগ্রির ক্ষেত্রেও একই সাথে পাঠ করা হয়। রাজ্যের এই যুক্তি শিক্ষার গুণমান বজায় রাখার স্বার্থে উন্নত, তবে উক্ত ধারার সরল পাঠে ইহা স্পষ্ট যে ১৯৫৯ সালের বিধিমালার **XXXI** অধ্যায়ের ২(২)(ক) ধারায় বি.এড.-এ কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে যোগ্যতার মাপকাঠি করা হয় নাই। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক হওয়ার আবশ্যকতা থাকিলেও, উক্ত ধারা অনুসারে কেবলমাত্র বি.এড. ডিগ্রিকে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা হয়। কেরালা রাজ্য বা কমিশনের বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক এমন কোন বিধি আমাদের দেখানো হয় নাই যাহা হইতে ইহা অনুমান করা যায় যে বিষয়-ভিত্তিক পদগুলির জন্য কোন প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বি.এড. ডিগ্রি থাকা আবশ্যক ছিল। বর্তমান আপীলকারীদের ক্ষেত্রে, তাঁহাদের স্নাতক ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হওয়ায়, সেই বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করা হয় নাই।

১৭. কেপিএসসির পক্ষে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে যে উক্ত ২(২)(ক) ধারায় যাহা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত যোগ্যতা নির্ধারণ করা তাঁহাদের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁহারা কেরালা রাজ্য ও অধীনস্থ পরিষেবা বিধি, ১৯৫৮-এর উপর নির্ভর করিয়াছেন এই ক্ষমতা প্রমাণের জন্য। উক্ত বিধিগুলি কেরালা রাজ্যের পরিষেবাগুলিতে নিয়োগ এবং চাকুরীর শর্তাবলীর বিভিন্ন দিক নির্ধারণ করে এবং ইহার ১০ নম্বর বিধি রাজ্য ও অধীনস্থ পরিষেবাগুলিতে পদের জন্য যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা লইয়া আলোচনা করে। কেরালা রাজ্য ও অধীনস্থ পরিষেবা বিধি, ১৯৫৮ ভারতীয় সংবিধানের ৩০৯ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত হইয়াছে। ইহার ১০ নম্বর বিধির প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি নিম্নরূপ:-

"১০. যোগ্যতা:- (ক) (i) কোন পদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত বা অন্যান্য যোগ্যতা, যদি থাকে, তবে বিশেষ বিধিগুলিতে নির্দিষ্ট করা হইবে যাহা সেই পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে পদটি অন্তর্ভুক্ত বা সরকারী নির্বাহী আদেশে নির্দিষ্ট করা হইবে যেখানে পদ/পরিষেবার জন্য বিশেষ বিধি জারি করা হয় নাই।

(ii) এই বিধি বা বিশেষ বিধিগুলিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারী নির্বাহী আদেশ বা স্থায়ী সরকারী আদেশ দ্বারা স্বীকৃত যোগ্যতা কোন পদের জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতার সমতুল্য বা ১৩ নম্বর বিধির (খ) (i) অনুসারে কমিশন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে যেখানে সমতুল্য যোগ্যতা গ্রহণের বিধান রহিয়াছে এবং উক্ত যোগ্যতাগুলি, নিম্নতর যোগ্যতা, যদি পদের জন্য নির্ধারিত থাকে, তাহার অতিরিক্ত হইবে।"

১৮. ১৯৫৮ সালের বিধিমালার ১৩ নম্বর বিধি কমিশনকে সেই সকল ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতা নির্ধারণের অনুমতি দেয় যেখানে রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকারের অনুমোদন সহ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে নিয়োগ করিতে হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাজ্য সরকারের অনুমোদন সহ নিয়োগ করিতে হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী পদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বি.এড. ডিগ্রি ধারণের যোগ্যতা বাধ্যতামূলক করার জন্য কেপিএসসি কর্তৃক কোন বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ জারি করা হয় নাই। এই বিষয়ে কেপিএসসির বক্তব্য হইল যে কার্যধারার পূর্ববর্তী পর্যায়ে এই বিষয়টি উত্থাপন করা হয় নাই।

কিন্তু আমাদের মতে, আপীলকারীরা এই যুক্তির সুবিধা লইতে পারে না কারণ সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিগুলিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বি.এড.-এর উল্লেখ ছিল। আপীলকারীরা উক্ত নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোন আপত্তি উত্থাপন না করিয়া অংশগ্রহণ করায়, তাঁহাদের পক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত যোগ্যতার মাপকাঠিকে চ্যালেঞ্জ করা সঙ্গত হইবে না। সুতরাং, আমরা এই ভিত্তিতে অগ্রসর হইব যে প্রশ্নোক্ত পদগুলির প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বি.এড. ডিগ্রিধারী হওয়া আবশ্যক ছিল এবং ইহা বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে আপীলকারীদের ডিগ্রিগুলি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ছিল না। দুইটি জিও, তবে, আপীলকারীদের অর্জিত বি.এড. ডিগ্রিগুলিকে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সমতুল্য মর্যাদা প্রদান করে।

১৯. ১৯৫৮ সালের বিধিমালার ধারা ১০(ক)(ii)-তে সমতুল্যতার নীতি গ্রহণের সমর্থন রহিয়াছে। আপীলকারীদের আরও বক্তব্য এই যে তাঁহাদের বি.এড. ডিগ্রিগুলিকে তাঁহাদের নিজ নিজ বিষয়ে গ্রহণ করা উচিত ছিল কারণ তাঁহাদের স্নাতক পাঠ্যক্রমগুলি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট বিষয়গুলির সমতুল্য ছিল।

২০. আমরা এখন সেই প্রশ্নের দিকে দৃষ্টিপাত করিব যে ০৭ই মার্চ ২০১৯ এবং ২৩শে জুলাই ২০১৯ তারিখের দুইটি জিও, ২০১২ এবং ২০১৪ সালে প্রকাশিত বি.এড.-এর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিগুলিতে আপীলকারীদের ডিগ্রির সমতুল্য মর্যাদা বিবেচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে কিনা। সেই দৃষ্টিকোণ হইতে, উপরোক্ত দুইটি জিও-র আলোকে তাঁহাদের ডিগ্রির বিবেচনা "মাঝপথে খেলার নিয়ম পরিবর্তন"-এর ফলস্বরূপ হইবে।

২১. সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে, আমরা পি.কে. এবং এ.ডি.-র নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিগুলির যথাক্রমে প্রকরণ **(v)** এবং প্রকরণ **(vi)** উল্লেখ করিব। আমরা এই রায়ের পূর্বে উক্ত ধারাগুলি উদ্‌ধৃত করিয়াছি। ধারা ৭-এ ঘোষণা করা বাধ্যতামূলক ছিল যে প্রার্থীদের সমতুল্যতা ঘোষণা করে এমন আদেশগুলির তারিখগুলি প্রকাশ করিতে হইবে। কিন্তু কেপিএসসি বা রাজ্য আমাদের সম্মুখে এমন কোন ত্রুটি উত্থাপন করে নাই যেখানে আপীলকারীদের আবেদনগুলি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এই কারণে, প্রতিপক্ষগণ টি. জয়াকুমার বনাম এ. গোপু [(২০০৮) ৯ এসসিসি ৪০৩] মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া যুক্তি দিয়াছেন যে আবেদনগুলিতে কিছু মারাত্মক ত্রুটি থাকিলে তাহা ক্ষমা করা উচিত নহে। পরবর্তী প্রয়োজনীয়তা ছিল, ধারা ৭ অনুসারে, কমিশন কর্তৃক চাহিলে এই জাতীয় আদেশগুলি দাখিল করা। সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি, তবে, এই জাতীয় আদেশ জারি করা উচিত এমন কর্তৃপক্ষগুলিকে চিহ্নিত করে নাই। কেরালা রাজ্যের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় আপীলকারীদের বি.এড. ডিগ্রিগুলিকে প্রয়োজনীয় ডিগ্রিগুলির সমতুল্য মর্যাদা প্রদান করিয়াছে এবং ইহার পরেই দুইটি জিও জারি করা হইয়াছে। তবে, এই নথিগুলি নির্বাচন প্রক্রিয়ার সময় প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

২২. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরবর্তীকালে এই জাতীয় সমতুল্যতা অগ্রহণযোগ্য, এই যুক্তির সমর্থনে প্রচুর সংখ্যক কর্তৃপক্ষকে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কেরালা হাইকোর্ট এ. সুমা বনাম কেরালা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও অন্যান্য [(২০১১) ১ কেএলটি ১ (এফবি)] মামলায় বিশেষভাবে একটি পূর্ণ বেঞ্চের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত রায়ে, ১৯৫৮ সালের বিধিগুলির উল্লেখ করিয়া, ইহা ধার্য করা হইয়াছিল যে যতক্ষণ না পর্যন্ত যোগ্যতার স্বীকৃতির জন্য বিশেষ বিধিগুলিতে বিধান না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষাগত এবং অন্যান্য যোগ্যতার সমতুল্যতার প্রশ্নটির মীমাংসা করা আদালতের ক্ষমতার বহির্ভূত। কিন্তু যেহেতু এই দুইটি আপিল সমতুল্যতার প্রশ্নটির মীমাংসার সহিত সম্পর্কিত নহে, সেই কারণে আমরা সমতুল্যতার প্রশ্নটির মীমাংসা করার জন্য কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিতেছি না। এই মামলায়, সমতুল্যতা রাজ্য সরকার কর্তৃক এবং তাহার পূর্বে, কেরালা রাজ্যের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ঘোষণা করা হইয়াছে। সমতুল্যতার প্রশ্নটির উপর রাজ্য সরকারের ক্ষমতা বিতর্কের ঊর্ধ্বে। উক্ত ক্ষমতা, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ১৯৫৮ সালের বিধিগুলির ধারা ১০(ক)(ii) হইতে উদ্ভূত। সুতরাং, এ. সুমা (উপরোক্ত) মামলার সিদ্ধান্ত প্রশ্নোক্ত পদগুলির ক্ষেত্রে আপীলকারীদের বি.এড. ডিগ্রির অধিকার বিবেচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

২৩. প্রতিপক্ষগণের বিজ্ঞ আইনজীবী আর্য কে. বাবু (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর জোর দিয়াছেন। উক্ত মামলায় আপীলকারী ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃষি ক্ষেত্র আধিকারিক পদে কিছু ব্যক্তিকে নিয়োগের প্রশ্ন জড়িত ছিল। বিজ্ঞপ্তিতে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে নির্ধারিত ডিগ্রিগুলির মধ্যে একটি ছিল কৃষি/উদ্যানপালন/পশুপালন/ভেটেরিনারি সায়েন্স/ডেইরি সায়েন্স/কৃষি প্রকৌশল/মৎস্য বিজ্ঞান/পিসিকালচার/কৃষি বিপণন ও সহযোগিতা/সহযোগিতা ও ব্যাঙ্কিং/কৃষি-বনবিদ্যা। বিজ্ঞপ্তিতে জড়িত মামলায় যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত ধারাটি এইরূপ পাঠ করে:-

"৪-বৎসর মেয়াদী (স্নাতক) ডিগ্রি কৃষি/উদ্যানপালন/পশুপালন/ভেটেরিনারি সায়েন্স/ডেইরি সায়েন্স/কৃষি প্রকৌশল/মৎস্য বিজ্ঞান/পিসিকালচার/কৃষি বিপণন ও সহযোগিতা/সহযোগিতা ও ব্যাঙ্কিং/কৃষি-বনবিদ্যা।"

২৪. যে সকল প্রার্থী মূলত উক্ত বিষয়গুলির কোনটিতে ডিগ্রি ধারণ করিতেন না, কিন্তু বনবিদ্যায় ডিগ্রি ধারণ করিতেন। তাঁহারা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সফল হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের নির্বাচন এই কারণে বাতিল করা হইয়াছিল যে তাঁহারা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে নির্ধারিত যোগ্যতা ধারণ করিতেন না।

ইহা জানা যায় যে এই দেশে কৃষি-বনবিদ্যা বিষয়ে কোন ৪-বৎসর মেয়াদী ডিগ্রি প্রোগ্রাম প্রচলিত ছিল না। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (আইসিএআর) এই মত পোষণ করিয়াছিল যে কৃষির সংজ্ঞায় বনবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত। আপাতদৃষ্টিতে সেই ভিত্তিতে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রার্থীদের ডিগ্রিগুলি গ্রহণ করা হইয়াছিল। নভেম্বর ২০১৫ মাসে, মন্ত্রক কর্তৃক একটি অফিস স্মারক জারি করা হইয়াছিল যেখানে উল্লেখ করা হইয়াছিল যে দেশে কৃষি-বনবিদ্যা বিষয়ে কোন ৪-বৎসর মেয়াদী স্নাতক প্রোগ্রাম উপলব্ধ ছিল না। সেই ভিত্তিতে যে কৃষি-বনবিদ্যা আইসিএআর অনুমোদিত বি.এসসি. বনবিদ্যা পাঠ্যক্রমের একটি অংশ হিসাবে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল, ইহা প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে বি.এসসি. বনবিদ্যা ডিগ্রিধারীদের কৃষি ক্ষেত্র আধিকারিক পদের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করা উচিত। ১৬ই জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে ভারতীয় ব্যাঙ্ক কর্মী নির্বাচন পর্ষদ (আইবিপিএস) কর্তৃক একটি সংশোধনী জারি করা হইয়াছিল। সেই বিষয়ে, হাইকোর্টে বাতিলকরণ সফলভাবে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছিল, যাহার বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক আপিলের জন্য বিশেষ ছুটি পিটিশন দাখিল করিয়াছিল। আর্য কে. বাবু (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ কর্তৃক ব্যাঙ্ককে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। উক্ত রায়ে ধার্য করা হইয়াছিল:-

"১৭. সেই পটভূমিতে, যদিও বর্তমান মামলায় ব্যক্তিগত প্রতিপক্ষগণের অর্জিত যোগ্যতা কৃষি ক্ষেত্র আধিকারিক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে, তবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির তারিখে একই যোগ্যতা সেখানে উল্লেখ করা হয় নাই, যাহা আদালত কর্তৃক পূর্বাহ্নবর্তী প্রভাব সহ প্রতিস্থাপন করা সঙ্গত নহে। সেই কারণে, বর্তমান পরিস্থিতিতে, হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত ন্যায্য ছিল না। তবে, আমরা স্পষ্ট করিতে চাই যে আমরা যে আইনি অবস্থান উল্লেখ করিয়াছি এবং আমাদের সম্মুখে উপস্থিত পক্ষগণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছি, যদি অনুরূপ নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকারীরা সমতুল্যতা অনুমোদন করিয়া থাকেন এবং এই জাতীয় আধিকারিকদের নিয়োগ অব্যাহত রাখেন, তবে এই সিদ্ধান্ত এই পর্যায়ে এই জাতীয় আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। উপরোক্ত বিষয়গুলির সাপেক্ষে, কেরালা হাইকোর্টের অভিযুক্ত আদেশ বাতিল করা হইল।"

১৮. উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরে আমরা বিশেষ ছুটি পিটিশন (সিভিল) নং ১৬৫৬৭/২০১৬ হইতে উদ্‌ভূত আপিলের ব্যক্তিগত প্রতিপক্ষের দাখিলকৃত বক্তব্যও বিবেচনা করিতেছি, যথা শ্রীমতি আর্য কে. বাবু, যিনি চাকরি হইতে বরখাস্ত হওয়ার পরে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে পতিত হইয়াছেন, যাহা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনেও কিছু বাধার কারণে ঘটিয়াছে।

প্রবীন কুমার সি.পি. বনাম কেরালা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৯৫৭
ও অন্যান্য [অনিরুদ্ধ বোস, বিচারপতি]

যদিও আমরা বর্ণিত প্রকৃত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে চাই না, আমাদের তা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই, তাই আমরা মনে করি যে তার ক্ষেত্রে সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে আমাদের বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা প্রয়োজন যাতে ন্যায়বিচারের লক্ষ্য পূরণ করা যায় এবং কোনও পক্ষের প্রতি পক্ষপাত না করে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করা যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা আপিলকারী ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াকে নির্দেশ দিচ্ছি যে শ্রীমতি আর্য কে. বাবুকে কৃষিক্ষেত্র কর্মকর্তা বা সমতুল্য অন্য কোনও পদে নিয়োগ প্রদান করা হোক, যদি শূন্যপদটি আজ অবধি থাকে বা ভবিষ্যতে যে শূন্যপদটি দেখা দেবে। এই বিষয়ে স্পষ্ট করা হচ্ছে যে নিয়োগের তারিখ থেকে এটি একটি নতুন নিয়োগ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তার দ্বারা পূর্ববর্তী কোনও সুবিধা দাবি করা যাবে না। আরও, এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে এই নির্দেশিকা এই মামলার অদ্ভুত তথ্য এবং পরিস্থিতিতে জারি করা হয়েছে এবং এটি অন্য কোনও মামলার জন্য নজির হিসাবে বিবেচিত হবে না।

২৫. বর্তমান আপিলগুলির ক্ষেত্রে, আর্য কে. বাবু (উপরোক্ত) মামলার তথ্যগত পটভূমির বিবেচনায় ঘটনাগুলি অভিন্ন বা প্রায় অভিন্ন নহে। পূর্বে উদ্ধৃত দুইটি জিও-তে ইহা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে যে নিয়মিত অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত আপীলকারীদের নিজ নিজ বি.এড. ডিগ্রি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বি.এড. ডিগ্রির সমতুল্য। পি.কে.-এর ক্ষেত্রে, তাঁহার জৈবিক বিজ্ঞানে বি.এড. ডিগ্রিকে কেরালাস্থ মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ডিগ্রির বি.এড. ডিগ্রির সমতুল্য হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়াছিল। এ.ডি.-র ক্ষেত্রে, জিও-তে উল্লেখ করা হইয়াছে যে তাঁহার নিয়মিত পদ্ধতিতে অর্জিত ডাবল মেইন বি.এড. (জৈবিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও ভৌত বিজ্ঞান শিক্ষা) ডিগ্রি কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ডিগ্রির বি.এড. ডিগ্রির সমতুল্য হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হইয়াছিল। ইহা একটি বাস্তব ঘটনা যে এই আদেশগুলি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারির পরে আসিয়াছিল। তবে এই আপিলগুলিতে আমাদের যে বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে তাহা হইল আপীলকারীদের নিজ নিজ বি.এড. ডিগ্রিগুলিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির সমতুল্য হিসাবে ঘোষণা করা জিও জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে কিনা অথবা সেই তারিখ হইতে কার্যকর হইবে যেদিন তাঁহারা ডিগ্রি অর্জন করিয়াছিলেন অথবা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে। আপীলকারীরা বীনা আর. বনাম কেরালা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও অন্যান্য [(২০১৭) ১৫ এসসিসি ৩০৬] মামলায় একটি সমন্বিত বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াছেন। তবে, সেই মামলায় আপীলকারীর কেজিটিই (ইংরেজি টাইপিং)-এর সমতুল্য যোগ্যতা থাকা বিষয়ে কোন বিতর্ক ছিল না, তবে কম্পিউটার ওয়ার্ডপ্রসেসিং সংক্রান্ত তাঁহার পৃথক শংসাপত্র ছিল না। এই রায়ে, একটি সমন্বিত বেঞ্চ "প্রদর্শিত" অভিব্যক্তিটির তাৎপর্য পরীক্ষা করিয়াছিল। এই কর্তৃপক্ষ আপীলকারীদের সাহায্য করে না।

২৬. পি.কে.-এর ক্ষেত্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ৭ ধারার প্রকরণ **(v)** এবং এ.ডি.-র ক্ষেত্রে প্রকরণ **(vi)**-তে সমতুল্যতার আদেশ প্রকাশের আবশ্যকতা ছিল। দুইটি জিও-র সরল পাঠে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে তাঁহাদের ডিগ্রিগুলি যোগ্যতার মাপকাঠিতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতার সমতুল্য ছিল। আর্য কে. বাবু **(**উপরোক্ত**)** মামলায়, বিতর্কিত বিষয়টি পরবর্তীতে স্বীকৃত এবং যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে প্রবর্তিত হইয়াছিল। সমতুল্যতার নীতি সেই মামলার মূল কারণ ছিল না যাহার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছিল। "সমতুল্যতা" শব্দটি তাহার সরল অর্থে এমন কিছুকে বোঝায় যাহা সমান। শিক্ষাক্ষেত্রে, দুইটি বিষয়ে ডিগ্রির সমতুল্যতার নীতি প্রয়োগের অর্থ হইবে যে তাঁহারা হয় দুইটি বিষয়েই সমতুল্য একাডেমিক মান বা অবস্থান ধারণ করেন অথবা সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত আনুষ্ঠানিক নথিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে স্পষ্টভাবে বা ইঙ্গিতে অনুরূপভাবে গণ্য করার কথা বলা হইয়াছে।

২৭. কোন জিও-র পূর্বাহ্নবর্তী প্রভাব থাকিবে কিনা অথবা পূর্বের তারিখে প্রত্যাবর্তন করিবে কিনা তাহা একটি প্রশ্ন যাহা সংশ্লিষ্ট আদেশগুলির পাঠ এবং উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত লইতে হইবে। যে জিওগুলিতে আপীলকারীদের ডিগ্রিগুলিকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ডিগ্রির সমতুল্য হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে সেগুলি সাধারণ আদেশ ছিল না বরং এই দুইটি আদেশ ব্যক্তি নির্দিষ্ট ছিল, যাহা দুইজন আপীলকারীর সহিত সম্পর্কিত ছিল। একবার যখন জিও-গুলিতে বিশেষভাবে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে তাঁহাদের বি.এড. ডিগ্রি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট বিষয়ের সমতুল্য, তখন জিও-গুলি সারবস্তুতে ব্যাখ্যামূলক হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইগুলিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হইবে যেন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারির পূর্বে ডিগ্রি অর্জনের পরেই তাঁহারা সেই পদমর্যাদা বা অবস্থান অর্জন করিয়াছিলেন। জিও-গুলিতে বিষয়গুলির প্রকৃতি যতদূর সংশ্লিষ্ট, ততদূর বিদ্যমান অবস্থা শুধুমাত্র স্বীকৃত ছিল এবং আপীলকারীদের ডিগ্রির জন্য নতুন করিয়া কোন মূল্য সৃষ্টি করে নাই। সেইজন্য এই সমতুল্যতার আদেশগুলি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখে বিদ্যমান ছিল না, জিও-গুলি ডিগ্রির অর্জনের তারিখ হইতে মর্যাদা স্বীকার করে। জিও-গুলি এমন কোন মধ্যবর্তী পরিস্থিতি প্রকাশ করে না যাহার ফলে তাঁহাদের বি.এড. ডিগ্রি অর্জনের কারণে সংশ্লিষ্ট ডিগ্রিগুলি সমতুল্য মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ৭ ধারার উপরোক্ত প্রকরণগুলিতে সমতুল্যতার আদেশের সংখ্যা ও তারিখ প্রকাশের আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু যে জিও্গুলির উপর আমরা নির্ভর করিয়াছি সেগুলি ডিগ্রি অর্জনের তারিখ হইতে সমতুল্যতা কার্যকর করিয়াছে। ত্রুটি, যদি থাকে, অর্থাৎ প্রকাশের আবশ্যকতা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জারীকৃত আদেশগুলি অনুসরণ করিয়া জিও-গুলি সেই ত্রুটি নিরাময় করিবে। জিও-গুলিতে সেই প্রেক্ষাপটও নির্দিষ্ট করা হইয়াছে যেখানে এইগুলি জারি করা হইয়াছে এবং কেপিএসসি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকায় আপীলকারীদের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কারণে, আমরা মনে করি না যে ২০১৯ সালে জিও-গুলিতে জারীকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে আপীলকারীদের ডিগ্রিগুলিকে প্রয়োজনীয় ডিগ্রির সমতুল্য হিসাবে গণ্য করা খেলার মাঝপথে নিয়ম পরিবর্তন করার শামিল হইবে। সর্বোপরি, ইহা আলংকারিক অর্থে নিয়মগুলির ব্যাখ্যা করা হইবে। আমাদের মতে, এই জাতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হইবে। এই কারণে, আমরা "খেলার মাঝপথে নিয়ম পরিবর্তন" নীতির উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের সহিত আলোচনা করা সঙ্গত মনে করি না। আমরা রায় দিয়াছি যে আপীলকারীদের বি.এড. ডিগ্রিগুলি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিগুলিতে প্রয়োজনীয় ডিগ্রিগুলির সমতুল্য ছিল এবং সমতুল্যতার আদেশগুলি কেবলমাত্র ব্যাখ্যামূলক প্রকৃতির ছিল। এই কারণে, আমরা মনে করি না যে নিজ নিজ ক্ষেত্রে ৭ ধারার প্রকরণ **(v)** এবং **(vi)** এর কোন মৌলিক লঙ্ঘন হইয়াছে।

২৮. একবার যখন আমরা ইহা ধার্য করি, তখন আমরা মনে করি না যে এই দুইজন আপীলকারীকে এই কারণে ত্রাণ প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত হইবে যে অনুরূপভাবে অবস্থিত অন্যান্য যোগ্য প্রার্থী একই পদের জন্য আবেদন করেন নাই এবং তাঁহারা অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছেন। আর্য কে. বাবু **(**উপরোক্ত**)** মামলায়, একটি সমন্বিত বেঞ্চ কর্তৃক ধার্য করা হইয়াছে যে, যদিও একটি নতুন বিষয় যোগ্যতার মাপকাঠিতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল, পরিষেবা **Jurisprudence-**এর নীতি অনুসারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখে প্রার্থীর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকিতে হইবে। আমাদের মতে, আপীলকারীরা যখন আবেদন করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সমতুল্য যোগ্যতা ছিল। জিও্গুলি কেবলমাত্র তাঁহাদের বি.এড. ডিগ্রির সমতুল্যতা নিশ্চিত করিয়াছিল। আমাদের মতে, তাঁহাদের প্রাসঙ্গিক তারিখে সমতুল্য যোগ্যতা ছিল বলিয়া গণ্য করা উচিত। যেহেতু আমরা রায় দিয়াছি যে নিজ নিজ জিও্গুলি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা স্পষ্ট বা নিশ্চিত করিয়াছে, অনুরূপভাবে অবস্থিত কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যক পদের জন্য আবেদন না করা ব্যক্তিরা তাঁহাদের সমতুল্য যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য তিনটি স্তরের মোকদ্দমার বোঝা বহন করিতে বাধ্য হইবেন না।

২৯. সেই অনুসারে আপিলের অধীনে থাকা রায়গুলি বাতিল করা হইল এবং ট্রাইব্যুনালের ২০শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ এবং ২রা সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের আদেশগুলি পুনর্বহাল করা হইল। আপীলকারীদের ফলাফল প্রকাশ করা হউক এবং তাঁহাদের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে, যদি তাঁহারা র‍্যাঙ্ক তালিকা অনুসারে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন, তবে তালিকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে তাঁহাদের সেই সুবিধা অস্বীকার করা হইবে না। যদি তাঁহারা নিয়োগের জন্য যোগ্য হন, তবে তাঁহাদিগকে নিয়োগ প্রদান করা হইবে এবং তাঁহাদের নিজ নিজ পদে নিয়োগের তারিখ হইতে চাকুরীতে বহাল আছেন বলিয়া গণ্য করা হইবে। উপরোক্ত শর্তাবলীতে আপিল মঞ্জুর করা হইল। সমস্ত বিচারাধীন আবেদন নিষ্পত্তি করা হইল।

৩০. ব্যয়ের বিষয়ে কোন আদেশ দেওয়া হইল না।

দিব্যাপান্ড আপিল মঞ্জুর।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen